যজ্ঞাদি কর্ম্মসকলই নিত্যবিধিপ্রাপ্ত বলিয়া অবশ্যই পরমেশ্বরের পূজা করা কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধিতে পরমেশ্বরকে পূজা করে কিন্তু ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানে পরমেশ্বরের পূজা করে না; অতএব সে জন পূর্ব্ববর্ণিত রাজস ভক্তের মত পৃথগ্‌ভাব বলিয়া অর্থাৎ ভক্তি হইতে মোক্ষকেই পুরুষার্থ বলিয়া ভাবনা করে। এই জন্য সেই মোক্ষার্থী ভক্ত সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হয়েন। উত্তর পক্ষের অর্থাৎ নিত্যবিধিপ্রাপ্ত বলিয়া যে জন পরমেশ্বরের পূজা করেন, তাহারও তাৎপর্য্য কর্ম্মপরিহারেই পর্য্যবসান হয়। এই অভিপ্রায়ে ১১।২৫।২৬-২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥
সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণঃ॥

হে উদ্ধব! যে কর্ত্তা অনাসক্ত, সে জন সাত্ত্বিক অর্থাৎ যাহার ফলে আসক্তি নাই, সেই অধিকারী সাত্ত্বিক। আর যে অধিকারী ফলপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিনিবেশযুক্ত, সেই জন রাজস। যে জন অনুসন্ধানশূন্য, সে জন তামস। যে অধিকারী একান্তভাবে আমারই শরণাগত, সে জন নির্গুণ; যেহেতু তাহার কোনপ্রকার অহঙ্কার নাই। আত্ম এবং অনাত্মবিচারে যে শ্রদ্ধা, সেটি সাত্ত্বিকী; কর্ম্মশ্রদ্ধার নাম রাজসী; অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া শ্রদ্ধার নাম তমসী; আমার সেবার প্রতি যে শ্রদ্ধা, সেটি নির্গুণ। ঐ স্থানেই বলিয়াছেন—

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্ত রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং—এই সকল প্রমাণে মোক্ষই কামনা যে সাত্ত্বিকী, তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—এই সাধন এবং সাধ্য দুইই সাত্ত্বিক বলিয়া কৈবল্যকামারও সগুণা ভক্তির মধ্যে পর্য্যবসান করা হইয়াছে। 'যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা' এই উত্তরার্দ্ধই এই বিষয়ের উদাহরণরূপে বুঝিতে হইবে। অনন্তর যাহার উৎকর্ষ বোধের জন্য ভক্তির বিবিধ ভেদ নিরূপণ করা হইল, সেই ভক্তির একমাত্র ভক্তিতেই কামনা থাকে বলিয়া নিষ্কামা নির্গুণা 'কেবলা' 'স্বরূপসিদ্ধা' প্রভৃতি নামে নিরূপিত হয়েন। এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি 'অকিঞ্চনা' নামে সকলের প্রথমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সে 'অকিঞ্চনা' ভক্তির লক্ষণ শ্রীভগবান কপিলদেব নিজ জননীকে ৩।৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন॥ ২৩৪॥